চুয়াডাঙ্গায় আবারো করোনার থাবা, আক্রান্ত ৯ জন

চুয়াডাঙ্গায় আবারো বাড়ছে করোনায় ৪র্থ ধাপে আক্রান্তের সংখ্যা। চুয়াডাঙ্গায় বুধবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯ জন।

চুয়াডাঙ্গায় মোট ২১০ জন মৃত্যুবরণ করেছে এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৯০ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৮৭৪ । চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ বুধবার ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে।

এ সময় ৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৮৭৪ জনে। বুধবার নতুন কোনো করোনা রোগী সুস্থ না হলেও। এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৬৫৪ জন।

বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে কেও নাই । চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. মোঃ সাজ্জাৎ হাসান আরো বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৬৯.২৩ শতাংশ।

শৈলকুপায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ও অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ও অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রাশেদ আল মামুন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা খানম, ইউ এফ পি ও আব্দুল মজিদ,এসআই নাইমুজ্জামান, ইউপিআই সুপার আশরাফুজ্জামান ও মেডিকেল অফিসার শাহনেওয়াজ ইবনে কাশিম।

ডিসপ্লে এর মাধ্যমে উপস্থিত স্বাস্থ্য কর্মীদের ভিটামিন এ বিষয়ক সচেতনতামূলক পিকচার প্রদর্শন করেন শাহনেওয়াজ ইবনে কাশেম । এসময় বক্তারা ভিটামিন এ সম্পর্কিত বিভিন্ন খাদ্য এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোঃ শহিদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কর্মশালা

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৬ জুন থেকে চার দিনব্যাপী জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে শনিবার সকালে এ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টায় নিজ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডাক্তার এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা শিল্পী মন্ডল, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর। এছাড়াও কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মী ও সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জানানো হয় জেলায় এবার ৬-১১ মাস বয়সী ২৬ হাজার ৭৩৯ শিশুকে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। আর ১২-৫৯ মাস বয়সী ২ লাখ ৮ হাজার ৫২২ শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

সিভিল সার্জন বলেন, এর বাইরেও কোনো শিশু থাকলে তাদেরকেও

ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। জেলার মোট ১৫৬৬ কেন্দ্রে ৩১৩২ জন স্বেচ্ছাসেবক এই ক্যাম্পইন সফল করতে কাজ করবে। পথশিশু কিংবা পথ চলতি শিশুদের কথা চিন্তা করে বাস রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জনসমাবেশ স্থলে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

কর্মশালায় ভিডিও উপস্থাপনের মাধ্যমে ভিটামিন-এ এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে ভিটামিন এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ৬ মাস বয়স হলেই মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণ মত ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাংকিপক্স সন্দেহে এক নারী আইসোলেশনে

ষাট বছর বয়সী নারীর হাতে ও মুখে ফুসকুড়ি উঠেছে। তা মাংকিপক্স কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওই নারীকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে স্বাস্থ্যবিভাগ। গায়ে জ্বর, ব্যথা ও সর্দিতে আক্রান্ত ওই নারী বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। তার হাতে ও মুখে কয়েকটি ফোসকার মতো দেখা দিয়েছে।

আগুনের ছ্যাঁকা লেগে এমন হয়নি বলে ওই নারী চিকিৎসকদের জানিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে ওই নারীর বাড়ি। তিনি হতে মুখে ফুসকুড়ি, শরীরে ব্যথা এবং গায়ে জ্বরের চিকিৎসা নিতে বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তবে তার হাতে ও মুখের ফুসকুড়িগুলো মাংকিপক্স কিনা তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ওই নারী দেশের বাইরে যাননি। তার কোনো নিকটাত্মীয় বিদেশ থেকে আসেননি। হাতে ও মুখে ফোসকা আছে, শরীরে নেই। সাধারণ পক্স হতে পারে। তবে, মাংকিপক্স কি না তা পরীক্ষা না করে বলা যাবে না। ওই নারীকে তার বাড়িতে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে

বিষয়টি জানানো হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। তারপরই নিশ্চিত হওয়া যাবে তিনি মাংকিপক্সে আক্রান্ত কি না।

গাংনীর বামুন্দীতে অবৈধ হাসপাতাল সীলগালা

বামন্দীতে অবৈধভাবে পরিচালিত সেন্ট্রাল হসপিটাল নামের বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র সীলগালা করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ একটি টিম অভিযান চালায়। সেন্ট্রাল হসপিটালটির বৈধ নিবন্ধন না থাকায় তা সীলগালা করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। এছাড়াও যাদের বৈধ নিবন্ধন রয়েছে তাদেরকে নিয়ম মেনে প্রতিষ্ঠান চালানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুভ্রত রাণী জানান, কিছুদিন আগে এ প্রতিষ্ঠানটিতে এসে নিবন্ধন করণের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অদ্যবাদি নিবন্ধন না করায় নিয়মানুযায়ি সীলগালা করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান এই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ সভা

ঝিনাইদহে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১২ টায় সিভিল

সার্জনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. শুভ্রা রানী দেবনাথ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

অবহিত করণ সভায় বক্তারা বলেন, ভিটামিন ‘এ’ শিশুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক অনুপুষ্টি।

আগামী ১২ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় ১হাজার ৮শ একাত্তরটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬মাস হতে ৫৯ মাস বয়সের মোট ২ লাখ ২৮ হাজার ৩ শত ৩৮ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে বলে জানানো হয়।

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অ্যাডভোকেসী সভা

আগামী ১২-১৫ জুন জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সদর উপজেলায় অ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১ জুন) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

ই পি সুপার খোন্দকার আবু সামাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ্যাডভোকেসী সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আফিল উদ্দিনসহ অন্যান্যরা।

এ্যাডভোকেসী সভায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত আয়শার পাশে “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”

ছোট্র একটা সংগঠন নাম তার ভালবাসার বন্ধন দর্শনা এই ছোট্র সংগঠনটি ধীরে ধীরে মানুষের মন জয় করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

সংগঠনটি অসহায় ও ক্যান্সার আক্রান্ত ও হত দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী সহ অসহায় মেয়ের বিবাহ সব ধরনের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সংগঠনটি।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজারে ভালবাসার বন্ধন দর্শনার সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে অসহায় বাবার হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন ভালবাসার বন্ধন দর্শনা।

দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর গ্রামের জাহাঙ্গীরের ছোট্ট মেয়ে আয়শা ক্যান্সারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। চিকিৎসার অভাবে মেয়েটি কাতরাচ্ছে বিছানায়। ঠিক তখনই চিকিৎসার সহায়তায় হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসলেন ভালবাসার বন্ধন দর্শনা’র সদস্যরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভালবাসার বন্ধন দর্শনার পরিচালক আরিফ তরফদার, উপদেষ্টা এস এ এম কিবরিয়া আজম, সাধারণ সম্পাদক মিয়া নুরনবী সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: ফাতেম, নির্বাহী সদস্য আমিনুর রহমানসহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন প্রমুখ।

এবার গাংনীতে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব। এক সপ্তাহে শতাধিক আক্রান্ত

মেহেরপুরের পর এবার গাংনীতে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আশংকাজনকহারে। এ উপজেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ২৫ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া গত এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন। ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও নারীর সংখ্যা বেশী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূএ থেকে জানা গেছে, প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ভর্তি হচ্ছেন রোগী। হাসপাতালের ডায়রিয়া আক্রান্তদের জন্য আলাদা কোনো বেড না থাকায় সাধারণ রোগীদের সাথেই গাঁদা গাদি ঠাঁসাঠাসি করে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালের মেঝেতে বারান্দায় রাখতে হচ্ছে তাদের।

জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম জানান, গত এপ্রিল মাসে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব বেশী হয়েছিল। কিছু যেতে না যেতেই আবারও শুরু হয়েছে ডায়রিয়া। এটা অস্বাভাবিক বলে জানালেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আশরাফুল ইসলাম লিটন বলেছেন, ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের চিকিৎসার কোনো সংকট নেই। তাবে, রোগীরা আসছেন তাদের শেষ সময়ে। যখন শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ছেন তখন তারা চিকিৎসা নিতে আসছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা এবং ওষধপত্রের সংকট নেই বলেও জানান তিনি। এসময় বাসি, পচা খাবার না খাওয়া, ফলফলাদি খাওয়ার সময় ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার করে খাওয়া এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পরামর্শ দেন তিনি।
উল্লেখ্য, ২৫০ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এক সপ্তাহে পাঁচ শতাধিক ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় ভর্তি ১০৮ ডায়রিয়া রোগী

মেহেরপুরে পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া প্রকোপ আকার ধারণ করেছে। গত রবিবার সকাল থেকে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরা জীবণু শনাক্ত হয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ৪ দিনের ব্যবধানে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন ৩২৪ জন। এসব রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩১ জন।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নার্স ইনচার্জ নিপু আক্তার জানান, প্রতিদিনই ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। রোগীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং বয়সে তরুণ। ২৫ জন সেবিকা (নার্স) ছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে নার্স এনে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তাই পড়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআরকে জানানোর পাশাপাশি নিয়েছেন বাড়তি ব্যবস্থা। তবে স্যালাইনসহ অন্যান্য ওষুধপত্র ও চিকিৎসাসেবা ভাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআর থেকেও একটি টিম এসে ডায়রিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসের ২০ দিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধি পেয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ভর্তি থাকছেন ১০০ থেকে ১২০ জনের কাছাকাছি রোগী। হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য ১০ শয্যা সংরক্ষণ থাকলেও রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালের তিন তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ডরমেটরিতে ডায়রিয়া ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের জন্য সেখানেও সংকুলান হচ্ছেনা। ডরমেটরিতে স্থাপিত ওয়ার্ডের প্রতিটি রুমে ৪ জন করে ও হাসপাতালের বারান্দাসহ বিভিন্ন স্থানে গাঁদাগাঁদি, ঠাঁসা ঠাসি করে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের।

ডায়রিয়া আক্রান্ত আলমগীর হোসেন, নিগার নেছা বলছেন, হাসপাতাল থেকে স্যালাইনসহ বেশ কিছু ওষুধ পাওয়া গেলেও বাইরে থেকেও কিছু ওষুধ কিনতে হচ্ছে। তবে নার্সদের সেবায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ভিড়ে স্বজনরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে জানালেন ডায়রিয়া আক্রান্ত ভর্তি রোগী মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার ইফতি খাতুন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মোখলেছুর রহমান জানান, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মেহেরপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লার বাসিন্দা। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলেই বাকিরাও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এপ্রিল মাসে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও ডায়রিয়াতে প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিল। মাত্র ২০/২৫ দিনের ব্যবধানে আবারও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অস্বাভাবিক।

আইইডিসিআর এর সহকারী মাঠ গবেষক রেজাউল করীম বলেন, আমরা মেহেরপুরসহ ২২ টি জেলাতে কলেরার গবেষণা কাজ করছি। গত চার দিনে হঠাৎ এ জেলাতে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৭ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরার জীবাণু সনাক্ত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কোনো জেলাতে হয়নি। বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন যাদের শরীরে কলেরার জীবাণু পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই শহরের মধ্যে’র বাসিন্দা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ডায়রিয়া মূলত পানিবাহী রোগ। এছাড়া রাস্তার খাবার, বাসি-পচা খাবার খেলেও ডায়রিয়া হতে পারে। তবে ডায়রিয়া হবার মূল কারণ দূষিত পানি। খাবার পানিসহ নিত্য ব্যবহার্য পানিও হতে হবে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ।